দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 1 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭

ঢাবিতে মাদকসেবীরা বেপরোয়া

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে মাদকসেবীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বর্তমানে দিনে-দুপুরে ক্যাম্পাসে মাদক সেবন চলছে। পাশাপাশি জুয়াড়ীদের আড্ডাও জমে উঠেছে। মাদকের বিস্তীর্ণ জালে ধরা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ক্রমশঃ মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এসব কর্মকাণ্ড। মাদকসেবীদের বড় একটি অংশ ক্যাম্পাসে ছিনতাই চক্রের সঙ্গেও সম্পৃক্ত রয়েছে। মূলত ক্যাম্পাসকে নিরাপদ জোন ভেবে মাদক ব্যবসা ও জুয়া খেলার একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। মাদক চক্রটি ব্যবসার মূল ঘাঁটি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্র গড়ে তোলা বিভিন্ন টং দোকান এবং কতিপয় ক্যান্টিনকে বেছে নিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এক সময়ে গোপনে মাদক ব্যবসার বিস্তার ঘটলেও তা এখনো প্রকাশ্য চলছে। আর এই প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ছাড়াও পুলিশ সম্পৃক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ইত্তেফাককে বলেন, মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে সম্প্রতি ৮জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ইদানিং ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের বিচরণ বেড়েছে। তিনি বলেন, মাদকসেবী ও জুয়াড়ীদের ধরতে ক্রাশ অভিযান চালানো হবে।

মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে
ছাত্রীরাও আসক্ত হয়ে উঠছে
ক্যাম্পাসে চলছে জুয়াড়ীদের আড্ডা

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন ভবনের টয়লেটে হরহামেশা ফেনসিডিলের বোতল পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে আবাসিক হলগুলোতে গাঁজার গন্ধের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে পড়াশোনা। শিক্ষার্থীরা কৌতূহলবশত মাদক সেবন থেকে মাদকাসক্ত হচ্ছে। ছাত্রদের পাশাপাশি এখন ছাত্রীরাও মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে তারা বেরুতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের আশপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের বিচরণ ঘটেছে। আর এ কারণে ক্যাম্পাসে সহজলভ্যতায় মাদক পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশ্যভাবে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিল ও মদ বিক্রি হচ্ছে। মাদকসেবীদের বড় একটি অংশ জুয়া খেলা ও ছিনতাই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ মাদকাসক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। সিগারেট সেবন থেকে মাদকের সূত্রপাত।

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়' হিসেবে পরিচিত প্রক্টর অফিসের নাকের ডগায় ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে প্রতিদিন সকাল ১০টার দিকে বসে জুয়ার আসর। এতে অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান কিছু শিক্ষার্থী। তবে এদের দাবি তারা জুয়া খেলছে না। শুধু সময় কাটানোর জন্য কার্ড খেলছে। অথচ সবার সামনেই তারা খেলার টাকা লেনদেন করছে। মাদকসেবী ও জুয়াড়ীদের সবচেয়ে আনাগোনা বেশি হাকিম চত্বরের টাফ ক্যান্টিনের সামনে। সন্ধ্যার পরে এখানে মাদকসেবীদের মিলনমেলা ঘটে। উন্মুক্ত আলোয় চলে মাদকসেবীদের আসর। মিলনমেলার অংশীদারদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। যাদের অনেকে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। আবার রাতে ক্যান্টিনের ভিতরে চলে মাদক ও জুয়ার আসর। মাদকসেবীদের আরেকটি নিরাপদ অভয়স্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হলের মাঠ। সন্ধ্যা নামার পরে মাঠটি জমজমাট হয়ে ওঠে। পুরাতন ঢাকা ও পলাশী এলাকার লোকজনের ভিড় বেশি এখানে। গত কয়েক বছর আগে এখানে খুনের ঘটনা ঘটে। এই মাঠে রাতে রমণীদের হাঁকডাকও শোনা যায় বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেন। তারা বলেন, গাঁজা সেবনের কারণে মুহসিন হল ও এফ রহমান হলের ছাত্ররা ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না। প্রতিদিন সকাল বেলায় ক্যাম্পাসের বাণিজ্য অনুষদ ভবনের বারান্দা এবং আইবিএ'র বারান্দায়ও একই ধরনের আসর বসে। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এসব আসর। এছাড়া আইবিএ'র গাড়ি গ্যারেজে দিন-দুপুরেই গাঁজার আসর বসে। বিকাল বেলায় একই ধরনের গাঁজার আসর জমে উঠে জগন্নাথ হলের মাঠ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও এর আশপাশের এলাকায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাদক ও জুয়ার আসরের নিয়ন্ত্রণ ছিল সাবেক কয়েকজন ছাত্রনেতার। তারা এখনো এ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কার্জন হল, টিএসসি ও কলাভবনের ভেতরেও মাদক বিক্রি এবং সেবন করা হয়। মাদক সিন্ডিকেটটি ক্যাম্পাসের আরও প্রায় ১০টি স্পটে হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজা ও মদসহ নানা ধরনের মাদক বিক্রি করে। এর মধ্যে শাহবাগ থানার সামনে চারুকলার বিপরীতে মোল্লার দোকানের পাশে, টিএসসির সড়কের দোকানের পাশে, শিববাড়ি এলাকায় ও শহীদ মিনারের পেছনে। এসব এলাকা থেকে পুলিশ নিয়মিতভাবে উৎকোচ আদায় করে বলে জানা যায়। এছাড়া শাহবাগের রাস্তার ওপরের দোকানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাহিনী উঠিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পরেই তারা আবার বসে। মাদকসেবীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ও পুলিশ কমবেশি সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। মাদক ব্যবসায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্রতত্রভাবে গড়ে ওঠা টং দোকানকে ব্যবসার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব দোকানে নিরাপদে মাদকদ্রব্য রাখা সহজ বলে ছাত্ররা জানান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকলেও নিরাপত্তাকর্মীরা উৎকোচের বিনিময়ে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য ইউনিফর্ম থাকলেও তারা কখনও তা পরে না। বিভিন্ন অজুহাতে তারা সাদা পোশাকে থাকে। এ পোশাকে তাদের কার্যসিদ্ধি করা অনেক সহজ হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা এমএম কামরুল আহসান বলেন, তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় কলাভবন, লাইব্রেরির সামনে, হাকিম চত্বর, টিএসসি ফুলার রোড এলাকায় পেট্রোলিং করে তাদের উঠানোর চেষ্টা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন কাজে তিনি পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়ে পান না বলে অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, মাদক বিক্রেতাদের ধরে পুলিশের হাতে দিলেও তারা আবার মুক্তি পেয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম এসব কাজে পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, প্রতিদিনের রুটিন মাফিক তারা এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে থাকেন। এছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন প্রবেশপথে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।